ISSN : 0976-9463, Issue 25, Vol. 38

তবু একলব্য

৩৮

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশের কথাসাহিত্য

বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

CamScanner

TABU EKALAVYA

UGC Approved Peer-Reviewed Research Journal on
Arts & Humanities

ISSUE 25, Vol. 38 • January - March, 2020

ISSN : 0976-9463

TABU EKALAVYA

Chief Advisor	:	Swami Shastrajnananda
		Selina Hossin
		Ramkumar Mukhopadhyay
		Soma Bandyopadhyay
		Sadhan Chattopadhyay
President	:	Biplab Majee
Vice-President	:	Tapan Mandal
Working Editor	:	Sushil Saha
Joint Editor	:	Debarati Mallik & Tapas Pal
Editor	:	Dipankar Mallik
e-maii	:	tobuekalabya@gmail.com / tabuekalabya100@gmail.com
Website	:	www.tobuekalabya.com
facebook	:	তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা
গ্রুপ	:	তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, ে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ৫৫০ টাকা

CamScanner

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

পর্ব : ১ ১-৩৪

❑ বিশেষ আলোচনা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'বিষবৃক্ষ' ১

হাসান আজিজুল হক

সৃষ্টির নেপথ্যে স্রষ্টার ভাষ্য ৭

সেলিনা হোসেন

পর্ব : ২ ৩৫-১১০

❑ সামগ্রিক আলোচনা

পূর্ব-বাংলার কথাসাহিত্যের ভাষা ৩৫

শহীদ ইকবাল

বাংলাদেশের উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনচেতনা ৫১

আনিসুর রহমান

বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রাম-সমাজ : শতবর্ষের প্রেক্ষিতে ৫৭

সুরজিৎ বেহারা

বাংলাদেশের ছোটোগল্পে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের কথা ৬৩

বৈশাখী ব্যানার্জী

কথাসাহিত্যে দেশভাগ : প্রসঙ্গ পূর্ববঙ্গ ৬৯

উৎকলিকা সাহু

বাংলাদেশের উপন্যাস : প্রসঙ্গ দেশভাগ ৭৭

অচিন্ত্য দে

বাংলাদেশের কমিক্স : একটি তুলনামূলক আলোচনা ৮৪

অমৃতা চন্দ

বাংলাদেশের গল্প : ভাবনার বহুমুখী রসায়ন ৯০
(আত্মজা ও একটি করবী গাছ, খোয়াই নদীর বাঁকবদল, সুন্দর মানুষ,
যুগলবন্দি, মহাকালের খাঁড়া)

দীপঙ্কর মল্লিক

CamScanner

প্রতীক কলমে নারী : প্রসঙ্গ সেলিনা হোসেনের ছোটগল্প ৪২০
মিহিরকুমার মণ্ডল
সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে নারী জীবনের রূপরেখা : একটি বহুমুখী পাঠ ৪২৬
মল্লিকা সাহা
বিশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নারীমুক্তির প্রস্তাব : সেলিনা হোসেনের দুটি উপন্যাস ৪৩১
শরৎকুমার সাহু
মুক্তিযুদ্ধ, রমণী শক্তি ও সেলিনা হোসেনের উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড' ৪৪১
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' : ভাষার জীবন যন্ত্রণার দলিল ৪৪৪
দীপিকা বিশ্বাস
'নীল ময়ূরের যৌবন' : ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পাঠ বিচার ৪৫১
মমতা খাঁড়া
সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' : একটি সমীক্ষা ৪৫৭
নবীনকুমার পাত্র
'নীল ময়ূরের যৌবন' : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ৪৬৪
ছন্দা রায়
ঐতিহাসিক নিম্নবর্গীয় জীবন : প্রসঙ্গ 'নীলময়ূরের যৌবন' ৪৭১
স্বপন জানা
ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পুরাতন ঐতিহ্যের নব-নির্মাণ : 'নীল ময়ূরের যৌবন' ৪৭৯
দেবযানী চক্রবর্তী
'গহর' : চর্যাপদ থেকে সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে এক দীর্ঘ সেতুবন্ধ ৪৮৭
অমিতেশ ঘোষাল
সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' : মধ্যযুগীয় মনসামঙ্গলের এক বিনির্মিত সংস্করণ ৪৯৬
সুদেব হালদার
সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' : মধ্যযুগের বিনির্মাণ ৫০২
দেবাশিস মল্লিক
সেলিনা হোসেনের 'কালকেতু ও ফুল্লরা' : পাঠের অভিনিবেশ ৫১২

CamScanner

নারীর কলমে নারী : প্রসঙ্গ সেলিনা হোসেনের ছোটোগল্প

মিহিরকুমার মণ্ডল

মনুষ্যকুলকে যদি আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত করি তাহলে অর্ধেক তার পুরুষ আর অর্ধেক তার নারী। প্রকৃতির নিয়মে সৃষ্ট উভয় প্রকার জীবেরই সমমর্যাদা, সমানাধিকার থাকাটা বাঞ্ছনীয়। পরিবার গঠনের ধারণা ও পরিবারে অধিক ভূমিকা পালনের মাপকাঠিতে নারীর ভূমিকা সর্বাধিক। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই হয়তো পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি (হরপ্পা) মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা রূপে গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বলতে হয় নারীর প্রাধান্য একটা সময় বর্তমান ছিল। কালের বিবর্তনে পরিবার গঠনের ক্ষুদ্র ধারণা থেকে যখনই পরিধিকে বাড়িয়ে তোলার প্রয়াস দেখা দিল, তখনই নারীতান্ত্রিকতাকে খাটো করে দেখা শুরু হয়েছে। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে পুরুষতন্ত্রের ধারণা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শনগুলির উল্লেখ করে বলা চলে নারী তার মর্যাদা হয়তো পেয়েছে কিন্তু সমমর্যাদা বা সমানাধিকার পায়নি। 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যদ্বয়ে ট্রয়ের যুদ্ধ হয়তো নারীর জন্যই হয়েছিল কিন্তু নারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। অর্থাৎ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার নারীর ছিল না। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' মহাকাব্যের ক্ষেত্রেও একই মত পোষণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ বলা যায়, নারীর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে মাত্র, নারীকে প্রাধান্য নয়। নারী সম্পর্কে তৎকালীন সমাজ নির্দিষ্ট কতকগুলি ধারণা পোষণ করতো। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছিল নারীর সংসারধর্ম পালন ও সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাটুকু। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন সমাজ প্রগতির সূচক বৃদ্ধি পেলেও নারী মননশীলনে খুব একটা পার্থক্য সূচিত করতে পারেনি। ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে বলতে হয়, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো ঔদার্য ও মহানুভব মানুষদের এজন্যই বোধহয় এগিয়ে আসতে হয়েছিল সেই ধারণার অবলুপ্তি ঘটাতে। তাই বলে কি সমাজে নারী একেবারেই নিম্ন ও ঘৃন্যের দৃষ্টিতে দৃষ্টিগোচর হতো! সামগ্রিকভাবে বলতে হয়—না। আধুনিক সমাজে নারী কেবল সাংসারিক গৃহিণী বা সন্তান উৎপাদনের রোবট হিসেবে চিহ্নিত নয়। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার অবলুপ্তি ঘটিয়ে নারীকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যেও নারীকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রয়াস লক্ষিত। অধুনা বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন তাঁর কথাসাহিত্যে নারীকে একটা আলাদা দৃষ্টিতে দেখার প্রচেষ্টায় প্রচেষ্টিত। তাঁর 'যুদ্ধক্ষেত্র', 'আলো দেখা',

CS CamScanner

ISSN : 0976-9463
Issue 26, Vol. 42

তবু একলব্য ৪২

UGC Approved Peer-Reviewed Research Journal on Arts and Humanities

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল
এন্ড
এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

CamScanner

৪২

TABU EKOLABYA
ISSN 0976-9463

তবু একলব্য

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬ বর্ষ • ৪২ সংখ্যা • ২০২১

TABU EKALABYA

UGC Approved International Peer-Reviewed (Refereed)
Research Journal on Arts & Humanities

UGC-CARE LISTED JOURNAL

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক • দীপঙ্কর মল্লিক

আমন্ত্রিত সম্পাদক • দেবাশিস পাল

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

সূ|চি|প|ত্র

◆ সামগ্রিক বিষয়কেন্দ্রিক প্রবন্ধ ____________ ১-৬৩

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন
হৃষিতা গুপ্তবক্সী ১

আন্দোলন ও সাহিত্য : প্রসঙ্গ নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস
শম্পা রায় ৭

সাহিত্যে বিদ্রোহের ইতিহাস : ইতিহাসের দার্পণিক দলিল
তমালী মুস্তাফী ১২

বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক আন্দোলন : প্রসঙ্গ সিপাহি বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ ১৭
জহিরুল রহমান মণ্ডল

সাহিত্যের আলোকে কৃষক বিদ্রোহের উৎসমুখ অন্বেষণ : প্রসঙ্গ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী গ্রামীণ বাংলা ২৩
অভিজিৎ সাহা

ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন ও বাংলা সাহিত্য : সম্পর্কের অন্বেষণ ২৮
বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্য ও সমাজে মানবিক অধিকার রক্ষা আন্দোলন—একটি মূল্যায়ন ৩৮
নন্দিনী চক্রবর্তী

দ্বিভাজিত বাংলা, দ্বিখণ্ডিত বাঙালি-সত্তা : বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলন ৪২
দোয়েল দে

বাংলা সাহিত্য ও স্বাস্থ্য আন্দোলন ৪৯
নটরাজ মালাকার

বাংলা সাহিত্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন ৫৭
কার্তিককুমার মণ্ডল

◆ মধ্যযুগ বিষয়ক প্রবন্ধ ____________ ৬৪-৮৪

শ্রীচৈতন্য : প্রথম বিদ্রোহী বাঙালি ৬৪
দীপঙ্কর মল্লিক

CamScanner

বাংলার নীল বিদ্রোহের উত্থান ও পতনের ইতিহাস : একটি বিবর্তনমূলক পর্যালোচনা ৯৮২
শাশ্বতী ওঝা
প্রেক্ষণবিন্দু : মুন্ডা আন্দোলন ৯৯২
শর্মিষ্ঠা সেন
উনিশ শতকের সামাজিক ও শিক্ষা আন্দোলনের দুই পথিকৃৎ ৯৯৮
সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাঙাল হরিনাথ
মিহিরকুমার মণ্ডল
বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন ১০০৫
তিতলি ব্যানার্জী
'মাঠ জাদু জানে' : প্রেক্ষিত কৃষক আন্দোলন ১০১০
দীপঙ্কর আরশ
সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মার্কসীয় নারীবাদের উন্মেষ ১০১৭
সৌতি বসু

◆ চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ ______ ১০২৮-১০৪০

দলিত-চামার : প্রসঙ্গ সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'সদগতি' ১০২৮
প্রদীপ অধিকারী
দেশবিভাগ, অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে এর প্রভাব এবং বাংলা চলচ্চিত্র জগতে তাঁর আগমন ১০৩৩
প্রিয়াঙ্কা দত্ত

◆ দলিত বিষয়কেন্দ্রিক প্রবন্ধ ______ ১০৪১-১০৬৪

দলিত জনগোষ্ঠীর সাহিত্য আন্দোলন ১০৪১
রিয়া মুখার্জী
দলিত শ্রেণির জাগরণ : একটি দার্শনিক রূপরেখা ১০৪৯
গৌরী মণ্ডল
দলিত চেতনার জাগরণ : দলিত সাহিত্যে ১০৫৪
অভয় পাইন

◆ ভাবনার হাজারদুয়ারি ______ ১০৪১-১০৬৪

শাস্ত্র মুক্ত : শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন ১০৬৫
অভিষেক প্রামানিক
'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি', উনিশ শতকে শিশুশিক্ষার প্রসার ও সংস্কারে এক প্রচারবিহীন আন্দোলনের স্তম্ভ ১০৭১
বিতান দে

উনিশ শতকের সামাজিক ও শিক্ষা আন্দোলনের দুই পথিকৃৎ সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাঙাল হরিনাথ

মিহিরকুমার মণ্ডল

উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বঙ্গদেশে শিক্ষার প্রসার তেমন ঘটেনি। বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও জমিদার গৃহে কিছুটা বিদ্যাচর্চা হলেও তা সমকালের উপযুক্ত নয়। এই সময় ইংরেজরা কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে শুরু করেছে। দেশীয় জমিদার ও কলকাতার মধ্যবিত্তরা তাদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এই সময় কলকাতার বাইরে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড নামক তিনজন ব্যক্তি খ্রিস্টধর্ম প্রচারার্থে সেখানে ইংরেজি শিক্ষা প্রদান শুরু করেন। লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতাতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল—"নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে কিছুদিন কলকাতাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া পরে রাজকার্যে প্রেরণ করিবেন।"[১] উইলিয়াম কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতগণ পাঠ্যপুস্তক রচনা করে সহায়তা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে দেশীয় জমিদারদের উদ্যোগ ও সরকারি সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

প্রধানত তিনটি ধারা সমসময়ের সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই ধারা তিনটি হলো—১. রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজ, ২. রাধাকান্ত দেব প্রবর্তিত ধর্মসভা এবং ৩. ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঠিত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী। এর পাশাপাশি পরবর্তীকালে ব্যক্তি উদ্যোগে অনেকেই সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই সময় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কারক। এছাড়া সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কাঙাল হরিনাথ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারে তাঁদের জীবনকে নিয়োজিত করেছিলেন।

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নিকটস্থ বরাহনগরে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। খুব কম বয়েসেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাই পড়াশুনা শেষ না করেই তাঁকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়। কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসভার বক্তব্য শুনে আকৃষ্ট হয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। শুরু হয় পরিবার ও পরিবারের লোকেদের সঙ্গে সংঘাত। ১৮৬০ খ্রি. তিনি বিনা পণে রাজকুমারী দেবীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তিনি নিজ বাড়িতে স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করেন। কিন্তু সে সময়ে স্বামী-স্ত্রীর দিনের বেলা দেখা করা ছিল কঠিন ব্যাপার। তার উপর আবার স্বামীর কাছে লেখাপড়া শেখা সেটা ছিল অবাস্তব ব্যাপার। সমাজের

ISSN 2249-3751

অন্তর্মুখ

বাংলা গবেষণা-পত্রিকা

পর্ব-১০, সংখ্যা-১

ত্রৈমাসিক

দ্বান্দ্বিকতা : সাহিত্য-সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে

CamScanner

অন্তর্মুখ

বাংলা গবেষণা-পত্রিকা

(A Peer Reviewed Journal)

পর্ব-১০, সংখ্যা-১, ত্রৈমাসিক, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০

["Published with financial assistance from the Central Institute of Indian Language (Dept. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India) Manasagangotri, Mysore 570 006 vide sanction letter F. No. 53-2(7)/2014-15/BEN/LM/ GRNT dated 5th Decenber 2016 under the Little Magazine scheme of Grant-in-aid".]

দ্বান্দ্বিকতা : সাহিত্য-সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে

সম্পাদক

খোকন কুমার বাগ

'সাম্পান'

বাদশাহী রোড, ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান

CamScanner

সমাজ-দ্বন্দ্ব ও শরৎচন্দ্রের ‘অরক্ষণীয়া’ : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা
—মিহিরকুমার মণ্ডল / ২২৬
সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রতিফলন ও সমাজ-চৈতন্যের পরিবর্তন :
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প—রাতুল দাস / ২৩৬
কালের দ্বন্দ্ব ও তারাশঙ্করের “জলসাঘর” : মার্কসীয় বীক্ষণ—অজয় কুমার দাস /
তারাশঙ্করের ‘গণদেবতা’ ও ‘পঞ্চগ্রাম’ : নায়কের দ্বন্দ্বময় জীবনাদর্শ ও উত্তরণ
—ফতেমা খাতুন / ২৫৮
দ্বান্দ্বিকতার প্রেক্ষিতে মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতা—প্রদীপকুমার পাত্র / ২৭০
‘চেনামহল’-এর অচেনা কথা : প্রসঙ্গ দ্বান্দ্বিকতা—বর্ণালী মণ্ডল / ২৮২
আশাপূর্ণা দেবীর নির্বাচিত ছোটোগল্পের দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপট—দিপা দাস / ২৯৩
পুরনো ও নতুনের দ্বন্দ্ব : আশাপূর্ণার ‘বকুল কথা’—শম্পা সিনহা বসু / ৩০২
কর্ণ চরিত্রের বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ বুদ্ধদেব বসুর ‘প্রথম পার্থ’—শিখা হালদার /
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নির্বাচিত উপন্যাসে নগরজীবনে দ্বান্দ্বিকতা—প্রিয়মিতা ঘোষ /
মানুষ ও প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা : ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে ‘প্রান্তিক’ উপন্যাসের অ
—মোঃ সিরাজদোল্লাহ / ৩৩৫
শক্তিপদ রাজগুরুর ত্রয়ী উপন্যাসের প্রেক্ষিতে শ্রেণিগত দ্বন্দ্বচিত্রের পরিস্ফুটন
—শিল্পী বক্সী / ৩৪৬
বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু সমাজের বহুমাত্রিক দ্বান্দ্বিকতার ঐতিহা
পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০২০)—সঙ্ঘমিত্রা দাস / ৩৫৩
নির্বাচিত উপন্যাসে স্থানান্তর ও উদ্বাস্তু : পরিচয়ের দ্বন্দ্ব—সুমন সাহা / ৩৬৫
সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্প : দ্বান্দ্বিকতার আলোকে—রোহিত মণ্ডল / ৩৭৮
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীললোহিত : ভবঘুরের দ্বান্দ্বিক জীবন-আখ্যান
—বৈশালী ঘোষ চৌধুরী / ৩৮৮
প্রসঙ্গ দেশবিভাগ : নির্বাচিত বাংলা নাটকে তার দ্বান্দ্বিক প্রভাব—সন্দীপ ঘোষাল / ৩
দাম্পত্যে দ্বান্দ্বিকতা : আফসার আমেদের ‘ধানজ্যোৎস্না’ উপন্যাস—তনিমা মহন্ত / ৪
নলিনী বেরার উপন্যাসে সামাজিক দ্বন্দ্ব (নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে)
—খোকন সিং / ৪১৯
নারীর অর্নমুখ এবং একালের কবিতা : দ্বান্দ্বিকতার আলোকে—স্বর্ণকমল গোস্বামী / ৪
সমাজ-দ্বান্দ্বিকতায় লৈঙ্গিক আচরণের আলোছায়া : ‘হলদে গোলাপ’
—মিষ্টু রায় সামন্ত / ৪৪৩

CS CamScanner

সমাজ-দ্বন্দ্ব ও শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মিহিরকুমার মণ্ডল

নান্দনিকতা বোধে সাহিত্যের সৃষ্টি। এই বোধের গহীনে সন্ধান মেলে সাহিত্যের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র নান্দনিক উপাদানসমূহের, যারা সাহিত্য নামক স্তম্ভের অন্দরে অনু-পরমাণুর মতো কাজ করে চলেছে। অর্থাৎ বলা যায়, সাহিত্য-সমাজ-মানুষ কিন্তু চন্দ্র-সূর্য ও পৃথিবীর মতো 'কোয়ান্টাম তত্ত্বে' সংগঠিত। যেখানে নির্দিষ্ট কোনো উপাদানের কোয়ান্টামও পরস্পর থেকে পৃথকী সম্পর্কে সম্পর্কায়িত নয়। নান্দনিকতা বোধের গহীনে অনুপ্রবেশে এখানেই সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সম্পর্ক বা দ্বন্দ্বের। সাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভে এই দ্বান্দ্বিক বোধ ততটা ক্রিয়াশীল না-থাকলেও সময়ের বহমানতায় এবং মনুষ্য চরিত্রের বিবর্তনের মাধ্যমে এই বোধের সঞ্চার ঘটেছে বলেই অনুমেয়। বিশেষ করে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিকথার প্রতি নজর রাখলে লক্ষিত হয় প্যারিচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রসহ প্রাথমিক পর্যায়ের কথাসাহিত্যিকদের কথাসাহিত্যে দ্বান্দ্বিকতা শূন্য। 'আলালের ঘরের দুলাল', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ'-এর মতো মাইলস্টোন সৃষ্টিকারী কথাসাহিত্য দ্বন্দ্ব নামক শিল্পনৈপুণ্যের নিরিখে যে-ভাবে উপস্থিত অনুধাবনযোগ্য। তাঁর সৃষ্ট কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক, গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণী, জীবানন্দের মতো চারিত্রিক প্রতিনিধিরা সমকালীন প্রেক্ষাপটে সাধারণ বা ফ্ল্যাট চরিত্র হয়েই থেকেছে। বলতে হয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র মানসিক দ্বান্দ্বিকতা নিয়ে তেমন ভাবুকতার পরিচয় দেননি। যদিও তাঁর মননশীল কিছু প্রবন্ধ ('বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতি) এবং তুলনামূলক শ্রেণির সাহিত্য রচনায় বাহ্যিক দ্বন্দ্বের আহ্বান জানিয়েছেন। তবে এই শ্রেণির শিল্পনৈপুণ্যের আবির্ভাব ঘটতে খুব বেশি বিলম্ব হয়নি। কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ প্রথম চরিত্রের 'আঁতের কথা' বের করে আনার মধ্যে দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন এই শিল্পনৈপুণ্যের স্ফুরণ ঘটালেন। তাঁর 'চোখের বালি', 'চার অধ্যায়', 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা'য় দ্বান্দ্বিকতা নামক শিল্পচাতুর্য বাংলা কথাসাহিত্যকে ভিন্ন রুচির করে তুললেন। আর তাঁর ছোটোগল্প তো দ্বান্দ্বিকতার উৎকৃষ্টতম শিল্প নিদর্শন রূপে সমাদৃত। সমকালীন সময় ও সমকালীন মানসিকতাই বোধহয় এই প্রকার শিল্পনৈপুণ্যের ধারক ও বাহক, যা তাঁর সমকালীন বিভিন্ন কথাসাহিত্যিকদের কথাসাহিত্যে সঞ্চারমান। এই প্রসঙ্গেই বলতেই হয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের কথা, যাঁর কথাসাহিত্য সমাজ-দ্বন্দ্বের আঁতুড় ঘর নামে পরিচিত। তাঁর 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭), 'গৃহদাহ'